মেহেরপুরে বিএনপির প্রয়াত দুই নেতার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রবীণ রাজনীতিবিদ ইসলাম আলী মাস্টার ও সদ্য প্রয়াত এস এম শাহজাহানের স্মরণে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার রাত ৮টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আনসারুল হক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাকা বিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হাসান মিন্টু, জেলা যুবদলের সহসভাপতি এস এ খান শিল্টু, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি শামীম হাসান এবং পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জার্জিস ইউসুফ রৌমিকসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান মরহুম ইসলাম আলী মাস্টার ও এস এম শাহজাহানের রাজনৈতিক অবদান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, মেহেরপুরের রাজনীতি ও বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমে তাঁদের অবদান নেতাকর্মীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁদের আদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ভবিষ্যতেও নেতাকর্মীদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

তিনি মরহুমদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আলোচনা সভায় অন্যান্য বক্তারাও মরহুমদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য দেন। তাঁরা বলেন, মানুষের অধিকার আদায়ের

আন্দোলনে মেহেরপুরের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মৃত্যুতে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

অনুষ্ঠান শেষে মরহুম ইসলাম আলী মাস্টার ও এস এম শাহজাহানের রুহের মাগফিরাত এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরের বারাদীতে বিএনপির স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরের বারাদী ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে বিএনপির প্রয়াত নেতৃবৃন্দের আত্মার মাগফিরাত কামনায় স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টায় বারাদী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বারাদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ এবং থানা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী মেম্বার। আলোচনা ও দোয়া মাহফিল শেষে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বারাদী বাজারে একটি মিছিল বের করেন। পরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একটি সাক্ষাৎকার প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান মুকুল।

ঢাকায় আবুল কাশেম মাস্টারের স্মরণসভা ও দোয়া অনুষ্ঠান

হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরামের আয়োজনে ঢাকায় আবুল কাশেম মাস্টারের স্মরণসভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর মোহাম্মদপুর ক্যামব্রিয়ান কলেজে ঢাকাস্থ হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ফোরামের সভাপতি নাজমুল হুদা নূরের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান হেলালের সঞ্চালনায় স্মরণসভায় ফোরামের উপদেষ্টা মনজুরুল হুদা, প্রফেসর আখতার হোসেন, সাবেক ডিআইজি ফজলুর রহমান, নুরুল হুদা ডিউক, আব্দুস সোবহান, তোফাজ্জেল হোসেন স্বপন, শরীফুল হুদা, সাবেক মেজর শহিদুল্লাহ, এ.কে. আজাদ, সুলতান বিশ্বাস, আবু হেনা, আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতা করেন এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য নেছার উদ্দিন, মোস্তাফিজুর রহমান রেকর্ড, তারিকুল ইসলাম, আবু ইখতিয়ার হাশেমী রতন, মোজাম্মেল হক, খাদেমুল হক রাজু, সাকিল আহমেদ, ফকরুল ইসলাম সেলিম, এম এ হাসান, রাশেদুল ইসলাম, আব্দুল গাফফার, আল বাশার, সোহেল রানা, আল ইমরানসহ অনেকেই।

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত ও শহীদদের স্মরণে মেহেরপুরে স্মরণসভা

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত ও শহীদদের স্মরণে স্মরণসভা আয়োজন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (০৩ ডিসেম্বর) সকাল দশটার সময় জেলা প্রশাসকের আয়োজনে ও জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক শামীম হোসেন, জেলা সিভিল সার্জন মোঃ ডাঃ মহী উদ্দীন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ রনি আলম নুর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) কামরুল আহসান, সিনিয়র সহকারী কমিশনার নাদির হোসেন শামীম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) গাজী মূয়ীদুর রহমান, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার মোঃ আবীর হোসেন, জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা জামায়াতের আমীর তাজ উদ্দিন খান, জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা (অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন) আব্দুল মালেক, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন, জেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন, জেলা সমাজসেবা অফিসার আশাদুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল আল মামুন, ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জেএম সিরাজুল মূনীর।

সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানজিনা শারমিন দৃষ্টির সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজির (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) খন্দকার মুইজ, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা আহবায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ, যুগ্ন আহবায়ক মোঃ তামিম ইসলাম, সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুল আলম, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, বাসসের জেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক দিলরুবা খাতুনসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী ও বৈষম্য ছাত্র আন্দোলনের অন্যান্য প্রতিনিধিরাও ।

দামুড়হুদায় গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের স্মরণে স্মরণসভা

দামুড়হুদা উপজেলার ২০২৪ সালে জুলাই-আগষ্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের স্মরণে তাদের পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কমিটির আহবায়ক আসলাম হোসেন অর্ক, সদস্য সচিব সাফফাতুল ইসলাম, দর্শনা ছাত্র সমন্বয়ক রিঙ্কু আক্তার, নিশাত তামান্না, তানভীর রহমান, সোহান ইসলাম, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রসিদ, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি অপারেশন হিমেল, দামুড়হুদা থানা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মোঃ আব্দুল গফুর, জামায়াতে ইসলামীর দর্শনা পৌর শাখার সহকারী সেক্রেটারি মোঃ আব্দুল কাদের,
প্রমূখ।

এসময় বক্তারা বলেন, জুলাই-আগস্টে ছাত্র জনতার সমন্বিত গণঅভ্যুত্থানে দেশের জনগণ এক নতুন বাংলাদেশ পেয়েছে। আমরা চাই আধুনিক ও বৈষম্যহীন সমাজ। বাংলাদেশে কোন বৈষম্য থাকতে পারে না। যেকোনো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম মানুষের চিরায়ত ঐতিহ্য এবং এটি আমরা যুগে যুগে দেখতে পেয়েছি। বক্তারা আরো বলেন যারা গণঅভ্যুত্থানে জীবন দিয়েছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন এবং যে মায়েরা সন্তান হারিয়েছেন সবারই আত্মত্যাগ সফল হোক। সবাইকে নিয়ে আমরা যেন সুন্দর বাংলাদেশ ও সুন্দর সমাজ গড়তে পারি।

শেষে শহীদ ও আহতদের স্মরণ করে তাদের জন্য দোয়া মোনাজাত করা হয়। এসময় আহতদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে যুবশক্তি-জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমান বলেছেন, আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি বা সম্পদ হচ্ছে যুবশক্তি। আমরা যদি এই যুব শক্তিকে সত্যিকার অর্থে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমাদের কাঙ্খিত স্বপ্নের বাংলাদেশ বির্নিমাণ করা অসম্ভব নয়।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮নভেম্বর) সকালে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির অডিটোরিয়ামে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে কুষ্টিয়ায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত ও শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমি প্রশাসক নই। আমি আপনাদের ভাই। প্রশাসনের কোন কর্মকর্তাকে আপনাদের শত্রু ভাববেন না। আমি আপনাদের সেবক হিসেবে আপনাদের পাশে থেকে কাজ করতে চাই।

জেলা প্রশাসনের এনডিসি তাফসিরুল হক মুনের সঞ্চালনায় স্মরণ সভায় অন্যান্যের মধ্যে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান, যশোর সেনা নিবাসের রওশন আরা রেজিমেন্টের সিও লেঃ কর্নেল মাহবুবুল আলম শিকদার, ৪৭বিজিবি অধিনায়ক মাহবুব মোর্শেদ, কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ আকুল উদ্দিন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সদস্য সচিব মুস্তাফিজুর রহমান, আন্দোলনে আহত রাকিবুল হাসান রিংকু, শরিফুল ইসলাম, আন্দোলনে নিহত মো: সবুজের স্ত্রী রেশমা খাতুন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলোওয়াত করেন কালেক্টরেট জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মো: আব্দুস সামাদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত ও শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নিরাবতা পালন করা

হয়। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারের সদস্যদের মাঝে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চেক বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর যুবদলের উদ্যোগে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল

আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী কর্তৃক হামলায় নিহত আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের আহবায়ক শহীদ আব্দুল হাই বল্টুর ১২ তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর) আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর যুবদলের উদ্যোগে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জ্বলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান শরীফ।

এসময় তিনি বলেন, রাত পোহালে ঈদ, সবাই ঈদের আনন্দ আর বাড়ির ছোট ছোট ছেলে- মেয়েদের পছন্দের কেনাকাটা নিয়ে ব্যস্ত । আর আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা খুনের নেশা ঈদের চাঁদরাত্রে আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের আহবায়ক শহীদ আব্দুল হাই বল্টুকে কুপিয়ে হত্যা করেছিল। তারা দীর্ঘ ১২ বছর এই শহরে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। তাদের বিচার হয়নি। এখন সময় এসেছে। আমরা দ্রুত আব্দুল হাই বল্টু খুনিদের গ্রেফতার করিয়ে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সর্বচ্চো ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আক্তার হোসেন জোয়ার্দ্দার, উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, সাধারন সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, সাবেক কেন্দ্রীয় যুবদলের সদস্য এমদাদুল হক

ডাবু, জেলা জাসাসের সাধারন সম্পাদক সেলিমুল হাবীব সেলিম, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, রাশেদুল ইসলাম, পৌর সহসাধারন সম্পাদক মহাবুল হক মাস্টার, আসিফ আল নূর তানিম, মকলেছুর রহমান মিলন, পৌর সাংগঠনিক আলী আজগর সাচ্চু, জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ঝন্টু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ মো: রাজিব খাঁন, জেলা ছাত্রদলের সাধারন সম্পাদক মোমিন মালিথা, যুগ্ম সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম বিশ্বাসের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক আহবায়ক সেকান্দার আলি,কুমারী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম আহবায়ক চৌধুরী জাহাঙ্গীর আলম বাবু, রাসেল, জিহাদ, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুদ্দিন কনক, যুগ্ম আহবায়ক খন্দকার আব্দুল কাদের, হাফিজুর রহমান, ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান চমক, সাধারন সম্পাদক আব্দুল হক মিন্টু, সংগঠনিক সম্পাদক জসিম, পৌর ৫নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি রশিদ মালিথা,উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক এমদাদ হোসেন, সদস্য সচিব রাজু আহমেদ রাজিব, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকারিয়া ইসলাম শান্ত, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক জাহিদ হাসান শুভ, সদস্য সচিব আল ইমরান রাসেল, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক আতিক হাসনাত রিংকু, সদস্য সচিব মাহমুদুল হক তন্ময়, যুগ্ম আহবায়ক রাজু আহম্মেদ, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর আলম লিমন, আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির অঙ্গসংগঠনের সকল নেতাকর্মি উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণসভা শেষে আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের আহবায়ক শহীদ আব্দুল হাই বল্টুর আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ওমর ফারুক।

গাংনীতে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্বীকৃতির দাবীতে স্মরণসভা

মেহেরপুরের গাংনীতে মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবনদানকারি শহীদদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবীতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার গাংনীর ভাটপাড়া নীলকুঠিতে দিনব্যাপী স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয় দিবস ও ভাটপাড়া মুক্ত দিবস উদযাপন কমিটির আয়োজনে স্মরণ সভার উদ্বোধন করেন লেঃ কর্নেল (অব) বীর মুক্তিযোদ্ধা মকছুদুল হোসেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারি অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধমকেতুর সঞ্চালনায় চারুশিল্পি বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম।

মুখ্য আলোচক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতিচারণ মুলক আলোচনা করেন সাবেক সচিব মুহাম্মদ আলকামা সিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গের কবি ও গবেষক ইতিহাসবিদ মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মহা ব্যবস্থাপক খালেদুজ্জামান জুয়েল, রাঙামাটি জেলা জজ আদালতের সহকারি জজ মিল্টন হোসেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম, সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল ইসলাম টুটুল প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, ষাটের দশকে বাঙালি সংস্কৃতির প্রগতিশীল বিকাশ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, বঙ্গবন্ধুার অসহযোগ আন্দোলন এবং একাত্তরের সম্মুখ যুদ্ধে বীরোচিত ভুমিকা পালন করে গাংনীর কাজলা নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলির সাহসী জনগন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীণ সময়ে পাকবাহিনীর র্মিমমতায় রক্তাক্ত হয় ভাটপাড়া নীলকুঠি প্রাঙ্গন ও সাহারবাটির টেপুখালী মাঠ। নিপিড়িত শোষিত মানুষকে পাকিস্তানীদের হাাত থেকে রক্ষা করে একটি স্বাধীন রাষ্টের সুচনা করতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য শহীদ হন মুক্তিযুদ্ধের বলিষ্ট সংগঠক এমলাক হোসেন, উজির মালিথা, আবুল কাশেম সরকার,